তারিখ ... 12 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২...

যুগান্তর

রাবির চারুকলাকে ঘিরেই বর্ষবরণের মূল আয়োজন

রাজশাহী ব্যুরো ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রং-তুলি হাতে ব্যস্ত একদল তরুণ-তরুণী। তাদের কেউ বানাচ্ছে নানা প্রাণীর মুখোশ, কেউ কার্টুন-ফেস্টুন, কেউবা আবার তাতে আলতো করে দিচ্ছে রংয়ের ছোঁয়া। পাশেই কয়েকজন বাঁশ-কাঠের সমন্বয়ে বানাচ্ছে বিশাল আকৃতির একতারা, ঢোল, ডুগডুগি ও তবলা। দিন-রাত চলছে একনিষ্ঠভাবে কাজ। সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে গিয়ে দেখা গেল এমন চিত্র। বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখে প্রতি বছর রাজশাহীতে ব্যাপক আয়োজন চোখে পড়ে। তবে রাজশাহীতে বর্ষবরণে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে রাবির চারুকলা। ক্যাম্পাস তথা রাজশাহী নগরীর সবচেয়ে বড় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় এখান থেকে। মূলত রাজশাহীবাসী সারা বছর মুখিয়ে থাকে রাবির চারুকলা বিভাগের আয়োজনকে ঘিরেই।

চারুকলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বর্ষবরণের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। শেষ মুহূর্তের রংয়ের আঁচড় দিতে এখন ব্যস্ত তারা। এ বছর মঙ্গল শোভাযাত্রায় থাকবে লোকজসঙ্গীতের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। যেমন— ঢোল, তবলা, একতারা, ডুগডুগি। হারাতে বসা লোকজ ঐতিহ্য সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ থিম। এছাড়াও পেঁচা, বাঘসহ নানা ধরনের মুখোশ থাকছে। এদিকে চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা চলাকালে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। আয়োজন কাজে ব্যস্ত চারুকলার শিক্ষার্থী মনুমোহন বাপ্পা বলেন, 'বর্ষবরণের উৎসব দেশের সব শ্রেণীপেশা, ধর্মের মানুষকে একত্রিত করে। তাই এ আয়োজনে কঠোর পরিশ্রম হলেও আছে অসাধারণ আত্মতৃপ্তি, যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সহকারী অধ্যাপক মো. আমিরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'বরাবরের মতো এবারও আমাদের নানা আয়োজন রয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা, বৈশাখী মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্য অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি একদম শেষ পর্যায়ে। শুধু দিনটির অপেক্ষায় রয়েছে শিক্ষার্থীরা।' শুধু চারুকলা নয়, অধিকাংশ বিভাগে চলছে জোরেশোরে প্রস্তুতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ রহমান বলেন, 'বাঙালি জাতির ঐতিহ্যে মিশে আছে পহেলা বৈশাখ। এবারই প্রথম দিনটি ক্যাম্পাসে বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে উদযাপন করব। উল্লাসে মেতে উঠতে মুখিয়ে আছি।'

ক্যাম্পাসে ঘুরে দেখা যায়, এরই মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্ধারণ করেছে। চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। স্ব-স্ব বিভাগের শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে ব্যানার, কার্টুন-ফেস্টুন তৈরি ও আল্পনা আঁকায়। এদিকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে নগরীতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্ড বিতরণে ধুম পড়েছে। বাজারে এসেছে ঘানানসই পোশাক। ফলে নগরীর দোকানগুলোতে কেনাকাটার উৎসব শুরু হয়েছে। এদিকে পহেলা বৈশাখে রাজশাহীর সাংস্কৃতি অঙ্গনেও জোয়ার লেগেছে। বিভিন্ন সংগঠন এরই মধ্যে নানা